



সূচিপত্র

ভূমিকা	৭
নিজেকে এগিয়ে নিন	৯
হতাশাকে দিন ছুটি	১৪
দুর্শ্চিন্তার ৩টি ওষুধ	১৭
সহজ কাজে বড় লাভ	২০
আপনার মা-বাবা আছেন?	২৫
ভালো গুণের অভাব	৩৫
‘অমানুষ’ প্রতিবেশী	৪২
জীবনের আয়নায়	৪৮
অপচয়ের সাতকাহন	৫৩
লাঠির পাওনাদার	৬০
আপনি কি সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না?	৬৪
নির্বাচন সমাচার	৬৯
সময়কে কাজে লাগান	৭৫
একটি সুখবর ও চারটি দুঃসংবাদ	৮০
মাত্র কয়েক গ্রাম..!	৮৫
চলুন, পালটে যাই	৮৮
জান্নাতের কোথায় আপনার বাড়ি?	৯৭

যেখানে কোনো বাজে কথা নেই	১০৩
এভাবে কখনো ভেবেছেন?	১০৭
নবিওয়াল্লা চরিত্র	১১০
দরজা কিস্ত খোলা!	১১৫
কুরআন কি আপনাকে থামিয়ে দিচ্ছে?	১২০
আপনার হাতটা যেন ওপরেই থাকে	১২৪
ফিলিস্তিনের জন্য কিছু করি	১৩৪
উপকারহীন ১০টি কাজ	১৩৯
মনে মনে শয়তানি	১৪৮
সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার ফর্মুলা	১৫৭
মুমিনের মূল্য	১৬১
পরিবারকে বানাই শান্তির নীড়	১৬৮



সহজ কাজে বড় লাভ

কেউ হয়তো একটা যানবাহনে ওঠার চেষ্টা করছে, কিন্তু তার কষ্ট হচ্ছে। অথবা কেউ কোনো একটা জিনিস গাড়িতে ওঠাতে চাচ্ছে, পারছে না। এসব পরিস্থিতি আমাদের সামনে প্রায়ই আসে। আপনি হয়তো হাত ধরে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছেন। তার সিটটা সে নিজে ঠিক করতে পারছে না, আপনি সিটটা ধরে ঠিক করে দিয়েছেন। তার ব্যাগটা সে টেনে আনতে পারছে না, আপনি ওটা টেনে এনে দিয়েছেন। তার মালামাল গাড়িতে তুলতে পারছে না, আপনি বাট করে হাত লাগিয়ে তা তুলে দিয়েছেন। আপনি কি জানেন—এই কাজগুলো করে আপনি সাওয়াব পেয়েছেন?

অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটিই সত্য।

হাদীসে এসেছে, ‘কেউ যদি কাউকে বাহনে উঠতে, অথবা কারও বোঝাটা একটু তুলে দিতে সহযোগিতা করে, তাহলে এটাও তার আমলনামায় একটা সদকা হিসেবে লেখা হবে।’^[১] সুবহানালাহি ওয়াবিহামদিহী।

অথচ এই কাজগুলো করতে আপনার তেমন কোনো পরিশ্রমই করতে হয় না। অনায়াসেই আপনি এগুলো করতে পারেন। কিন্তু এর মাধ্যমে আপনি যে তৃপ্তি পাবেন, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। অন্যের উপকার করতে থাকুন। দেখবেন প্রশান্তি আর তৃপ্তিতে আপনার জীবন ভরে গেছে।

এরকম ছোট ছোট কিছু ভালো কাজের কথাই এখানে আমরা জানব। চলুন শুরু করা যাক।

[১] দেখুন—বুখারি, ২৮৯১।



ভালো গুণের অভাব



আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমরা আসলে আমাদের মা-বোনদের প্রতি, আমাদের স্ত্রীদের প্রতি কৃতজ্ঞ নই।

ধরুন, আপনাকে একদিনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো—আপনি আপনার ঘরের ওয়ারড্রোব গোছাবেন, বিছানা গোছাবেন, প্রত্যেকটা জিনিস ঠিকঠাক করে রাখবেন। এরপর আপনি সেই কাজগুলো করলেন। কিন্তু যখন দেখবেন, আপনার বাচ্চা ওর নিজের জামাকাপড় খুঁজতে গিয়ে একটা জামায় টান দিয়ে তিনটা ফেলে দিচ্ছে, তখন কেমন লাগবে আপনার? মেজাজ খারাপ হবে না? অথচ আপনি কিন্তু ঘরের এই কাজগুলো নিয়মিত করেন না। আর সে কারণে এর কষ্টটাও অনুভব করতে পারেন না। একদিন করেই দেখুন না, বুঝতে পারবেন এটা কত কঠিন কাজ!

আমরা ভেবে বসে থাকি—এগুলো তো আমাদের স্ত্রীদের দায়িত্ব। একটু উনিশ-বিশ দেখলেই চটে যাই। ঝাড়ি দিয়ে বলি, ‘এখনো জিনিসগুলো এলোমেলো করে রেখে দিয়েছ?’ কী যে একটা ভাব নিয়ে থাকি আমরা! আপনি গুছিয়ে রাখুন না একদিন! আপনিও তো পরিবারের একটা অংশ। তাই কাজগুলো করেই দেখুন একদিন। করলে বুঝতে পারবেন—মেয়েদের জন্য এটা কত বড় এক দায়িত্ব! তেমন কিছু না, শ্রেফ তিনটা দিন শুধু রান্না করে খেয়ে দেখেন। আপনি-আমি বিরক্ত হয়ে যাব।

স্ত্রী হয়তো এসে জিজ্ঞেস করেছে, ‘আজকে কী রান্না করব বলো তো?’ এখানেও আপনার ধমকের সুর—‘করো একটা, যেটা মন চায় করো! এত শোনার কী



কৃতজ্ঞতা আর ক্ষমার পরে যে গুণের পরীক্ষায় আমরা প্রায় সবাই-ই কোনো-না-কোনোভাবে ফেল করি, সেটা হলো ধৈর্য বা সবর। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। কিন্তু বাঙালি হিসেবে আমরা কখনোই মেওয়া ফলানোর জন্য সবর করতে রাজি নই। আর সে কারণেই বাংলায় এর প্রায় বিপরীত একটা কথাও প্রচলিত আছে—কিলিয়ে কাঁচাল পাকানো!

আমরা যে কত অধৈর্য, যারা পাবলিক বাসগুলোতে যাতায়াত করেন, তারা প্রায় সবাই-ই জানেন। চলন্ত বাসটাও মাত্র ১ মিনিটের জন্য কোথাও ব্রেক কয়ে দাঁড়ালে সেটাকে আমরা ‘ঠেলাগাড়ি’ খেতাব দিতে ভুলি না। বিল দেওয়ার বা কোনো ফরম তোলার লাইনে দাঁড়ালেও বোঝা যায়, সবর বা ধৈর্যের কত অভাব আমাদের। মোটকথা, সবরের মতো এত মূল্যবান একটা গুণের বিচারে আমাদের প্রায় সবর অবস্থানই শূন্যের কোঠায়।

আমার ছোট্ট একটা অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

বাসে করে ফিরছি। বাসে এসি চলছে। কিন্তু পেছন থেকে কয়েকজন লোক বলছে, ‘এসি চালান, এসির ঠান্ডা নাই কেন?’ অথচ বাইরের আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা। সে কারণে বাসের ভেতরে অত বেশি ঠান্ডার প্রয়োজন নেই। তবুও লোকগুলোর কথায় এসি কিছুটা বাড়ানো হলো।

খানিক বাদেই এক মহিলা বলছে, ‘ভাই, আমার ছোট বাচ্চা আছে। এসিটা একটু কম থাকলেই ভালো হয়।’ প্রায় সাথে সাথেই পেছন থেকে দু তিনজন বলে উঠল, ‘কম্বল দিয়ে মোড়িয়ে নেন। টাকা দিয়ে গাড়িতে উঠছি। গরম বাতাস খাওয়ার জন্য তো আর এসি গাড়িতে উঠি নাই।’

অত্যন্ত ছোট মানসিকতা। কিন্তু কেন? হয়তো এসির তাপমাত্রাটা ঠিকই আছে, হয়তো ২৫/২৬-এ আছে। ২৩ হলে ওই বাচ্চাটার কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ২৫/২৬ থাকলে যে আপনার খুব বেশি কষ্ট হবে তা কিন্তু নয়। বরং আপনার মাথায় ঘুরছে—পুরো ১০০০ টাকা দিয়ে টিকিট কেটে বাসে উঠেছি। অরগান এসি, কড়া ঠান্ডা হয়। ঠান্ডা লাগে লাগুক।



জীবনের আয়নায়

অস্ট্রেলিয়ার এক ইহুদি, মুসলমানের শুধু সালাম দেখেই মুসলিম হয়ে গিয়েছিল! ঘটনাটি বলি।

রাতের বেলা ইহুদি লোকটার বাবা মারা গেছে। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই তার মনের মধ্যে দুঃখ-কষ্টের কোনো শেষ নেই। কী করবে, কোথায় কেমন করে তার বাবাকে সমাহিত করবে, এসব ভেবেই সে অস্থির।

এদিকে ফ্ল্যাট থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাটের দারোয়ান তাকে বলছে Good Morning! সারারাত মরা বাপ ঘরের মধ্যে থাকলে তার সকাল কি ‘গুড মর্নিং’ হয়? এত দুঃখের মধ্যেও তার মেজাজ একদম আগুন হয়ে গেল। ফ্ল্যাট থেকে নিচে নেমে আসার পর সে দেখল তার ড্রাইভারও তাকে ‘গুড মর্নিং’ বলে সম্ভাষণ জানাচ্ছে। রাগে-দুঃখে সে নিজের গাড়িতেও উঠল না। ভাবল, ব্যাটা কোন সময় গুড মর্নিং বলতে হয় তা-ও জানিস না! অথচ বহুদিন কিন্তু এ রকম ‘গুড মর্নিং’ সে নিজেই বলেছে। কিন্তু গতরাতে তার বাবার মৃত্যু আর তারপর থেকে মানসিক অস্থিরতা, সারারাত ঘরের মধ্যে মৃত বাবাকে ফেলে রাখা—এসব তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আজকের সকালটা তার জন্য মোটেও ‘শুভ সকাল’ নয়।

অনেকটা বিরক্তি নিয়েই সে ট্যাক্সি ডাক দিলো। আজকে সে ট্যাক্সিতেই যাবে। লোকটা তার নিজের জীবনীতে এসব কথা বলেছে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার দরজা খুলে তাকে বলছে, ‘আসসালামু আলাইকুম। ও স্যরি স্যার, গুড মর্নিং!’ ইহুদি লোকটা ট্যাক্সিতে ঢুকল। এরপর জিপ্তেস করল, ‘আচ্ছা, তুমি তো প্রথমে আমাকে অন্য একটা অভিবাদন দিলে। কী বলছিলে সেটা?’



অপচয়ের সাতকাহ্ন



রাসূল ﷺ-এর থেকে ভালোভাবে কেউ অজু করতে পারবেন? সেটা কি আদৌ সম্ভব? না, সম্ভব নয়। এটা সবাই-ই স্বীকার করবেন। তবে আমরা কি জানি, রাসূল ﷺ কতটুকু পানি দিয়ে অজু করতেন?

ইমাম বুখারি رحمه الله-এর সংকলিত হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী—‘আল্লাহর রাসূল ﷺ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে অজু করতেন। আর পাঁচ মুদ পানি দিয়ে গোসল সারতেন।’^[১] আধুনিক পরিমাপ যন্ত্রে মাপে দেখা গেছে এক মুদ মানে ১ লিটার। আর, সেই হিসেবে পাঁচ মুদ মানে ৫ লিটার। তার মানে মাত্র ৫ লিটার হলেই রাসূল ﷺ গোসল সেরে ফেলতে পারতেন। আর মাত্র ১ লিটার পানি দিয়ে অজু করতেন!

অথচ আমাদের অবস্থা ঠিক উলটো। আমাদের দেশে মসজিদের অজুখানাগুলোতে মানুষের অজু করা দেখলেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। দেখা যাবে, কেউ একজন ফুল ভলিউমে পানির ট্যাপ ছেড়ে দিয়েছে। তুমুল গতিতে পানি পড়ছে। প্রথমে হয়তো সে দুই পা ভিজিয়ে নিল—যেহেতু টাখনু না ভিজলে রাসূল ﷺ গুনাহের কথা বলেছেন। এরপর মিসওয়াক করা শুরু করল। ওদিকে ট্যাপ কিন্তু খোলা। মাঝে মাঝে তিনি মিসওয়াক ধুচ্ছেন। এদিকে ৫/৭ লিটার পানি শেষ। এরপর কুলি করছেন। গলার মধ্যে পানি নিয়ে গড়গড়া করছেন। ট্যাপ কিন্তু চলছেই! কুলি করতে করতে ওদিকে আরও ৩/৪ লিটার পানি নেই! এভাবে হিসেব করলে হয়তো দেখা যাবে ২০ লিটার পানি ছাড়া একজন মুসল্লি অজুই করতে পারে না!

[১] বুখারি, ২০১; মুসলিম, ৩২৫।



সময়কে কাজে লাগান



আপনি হয়তো এককালে চাকরি-বাকরি করতেন। কিছুদিন আগে রিটায়ার করেছেন। বাসাতেই থাকেন প্রায় সারাদিন। সকালে হাঁটতে বের হন। মাঝেমধ্যে বাজারে টুঁ মারেন। পত্র-পত্রিকা পড়েন আর নাতি-নাতনিদের সাথে সময় কাটান। কেউ জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলেন—‘আমি এখন কমপ্লিট অবসর’। একটু ভেবে দেখুন তো, ব্যাপারটা আসলেই কি তা-ই?

একজন মুসলিমের জীবনে আসলে ‘অবসর’ বলে কোনো শব্দ নেই। তার পুরো হায়াতটাই কাজে লাগানোর বস্তু। আপনি হয়তো ধুম করে বলে বসছেন—‘আমি এখন কমপ্লিট অবসর’। কিন্তু একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখেছেন কি, আপনার এখনো কতশত কাজ করার বাকি? এখন এই অবসরের সময়টুকু আপনার জন্য সবচেয়ে বড় সুযোগ; বিশাল এক নিয়ামত। হয়তো বলবেন, ‘কীভাবে?’ হ্যাঁ, সেটাই বলব এখানে।

প্রথমেই তো আপনার ভাবা উচিত, আপনি আপনার হায়াতের এই পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘অবসর’ বলে একটা সময়ের দেখা পেয়েছেন। কেননা অনেক মানুষ তো এই অবসরের বয়েস পর্যন্তও পৌঁছতে পারে না, তার আগেই মারা যায়। আবার যারা তা পায়, তাদের অনেকেরই শরীরে কোনো শক্তি-সামর্থ্য থাকে না। সে যা-ই হোক, আপনি এসব পেয়েছেন, তাই শুকরিয়া আদায় করুন। আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।



একটি সুখবর ও চারটি দুঃসংবাদ



আল্লাহর নবি ﷺ মি'রাজে গিয়ে অনেক কিছুই দেখে এসেছেন। মি'রাজের আলোচনা বিশাল। কিন্তু আমি আপনাদের সামনে সেখান থেকে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরব। এর মধ্যে আছে একটি সুখবর আর চারটি দুঃসংবাদ। কথাগুলো বলব আল্লাহর নবি ﷺ-এর দেখা-স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে। সেগুলো থেকে আমরা অনেক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব, ইন শা আল্লাহ।

সুখবরটার কথাই আগে বলি।

মি'রাজের রাত। আল্লাহর নবি ﷺ চলছেন জিবরাঈল ﷺ-কে সাথে নিয়ে। এক জায়গায় গিয়ে রাসূল ﷺ বললেন, “জিবরাঈল! এত সুগন্ধ! এত অভূতপূর্ব সুগন্ধ আমি তো কখনো শুঁকিনি।”

মূল ঘটনায় যাবার আগে একটু বলে রাখি। পাঠক কি খেয়াল করেছেন, কোন মানুষটা এ কথা বলছেন যে—‘অভূতপূর্ব সুগন্ধ’? যে রাসূলের শরীরে ঘামের চাইতে সুগন্ধমণ্ডিত আর কিছুই এ পৃথিবীতে নেই, যার মুখের সুঘ্রাণের তুলনায় সুগন্ধমণ্ডিত আর কিছুই নেই—স্বয়ং তিনিই এ কথা বলছেন যে, “এত অভূতপূর্ব সুগন্ধ আমি তো কখনো শুঁকিনি!” এমনকি সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণ এসেছে, তারা অনেকে নবিজির পবিত্র ঘাম সংরক্ষণ করেছেন। সেই ঘাম থেকে এমন সুগন্ধি পেয়েছেন, যা অন্য কোনো সুগন্ধিতে কখনোই পাননি!

হ্যাঁ, সেই মানুষটিই বলছেন, “এত সুগন্ধ কীসের?” জিবরীল বললেন, ‘এটা হচ্ছে ফিরআউনের বাড়ির সেই কাজের মহিলা আর তার বাচ্চাদের সুগন্ধ।’



চলুন, পালটে যাই



যদি বলি বাচ্চা-কাচ্চার জন্য কিছু করা, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্প করা, এমনকি আপনি যে ঘুমান সেটাও ইবাদাত—বিশ্বাস হবে আপনার?

আপনি হয়তো বলবেন, এগুলো আবার ইবাদাত হয় কেমন করে? নিত্যদিনের জীবনে সংসারের প্রয়োজনে কতকিছুই তো করা লাগে। সবকিছুই আমার ইবাদাত হয়ে যাবে কীভাবে? হ্যাঁ, আপনার সব কাজই ইবাদাত হয়ে যাবে। ব্যাপারটা ভালোভাবে বুঝুন।

মুসলিম হিসেবে আমাদের সামনে সর্বদাই একটা আদর্শ নমুনা বা স্ট্যান্ডার্ড আছে। আর তা হলো আমাদের প্রিয় নবি ﷺ-এর পবিত্র সুন্নাহ, উসওয়া বা জীবনাদর্শ। আপনি কি জীবনের প্রতি পদে সেগুলো মেনে চলেন?

আপনি হয়তো খুব ভালো একটা চাকরি করেন। চলনসই বেতন পান। আপনি আল্লাহর রাস্তায়, দাওয়াতি মেহনতে অনেক সময় লাগিয়েছেন। নবিওয়ালা কাজ করেন। কিন্তু আপনি আপনার ঘরের মানুষদের সাথে নবিওয়ালা জীবনযাপন করেন না। নিজের মা-বাবার সাথে ভালো আচরণ করেন না। স্ত্রীর সাথে ভালো করে কথাটুকুও বলেন না। বাচ্চা-কাচ্চাদের সাথেও স্নেহ দিয়ে দুটো কথা বলেন না। সবার সাথেই আপনার ধমকের সুর। আপনার অফিস-আদালত-কর্মক্ষেত্র কিংবা বাইরের দাওয়াতি জীবনের সাথে ঘরের চার দেওয়ালের ভেতরকার জীবনের কোনো মিল নেই! যদি এমনটাই হয়, তাহলে নিশ্চিত থাকুন—আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এখনো উসওয়া বা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারেননি। নবিজির সুন্নাহ থেকে আপনি হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে আছেন।



এভাবে কখনো ভেবেছেন?

অনেক লোক আছে—যারা দাড়ি-মোচ ভিজিয়ে, হাতের কবজি পর্যন্ত মাখিয়ে খাওয়ার পরও বলে, ‘নাহ! সবই ভালো ছিল, কিন্তু তরকারির স্বাদ আগের মতো নেই।’ এটা এক প্রকার অকৃতজ্ঞতা। অথচ মানুষ যদি একটু চিন্তা করত, তাহলে এরকম কথা ভুলেও বলতে পারত না।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে আপনি আপনার অজান্তেই সাজদায় পড়ে যাবেন, যদি একটু মাথা খাটিয়ে কিছু বিষয় নিয়ে গভীরভাবে মনোযোগ সহকারে ভাবেন। এ জন্য বেশি কিছু নয়, আপনার সামনে থাকা খাবারগুলোই যথেষ্ট। কীভাবে, জানেন?

মনে করুন, আপনি খাবার খেতে বসেছেন। আপনার বাসায় আজ তেমন কিছুই নেই খাওয়ার মতো। আপনার সামনে আছে ভাতের প্লেট। তাতে আছে সামান্য আলুভর্তা। আর আছে অল্প একটু লবণ। আর কিছুই নেই। একটু ভেবে দেখুন, এখানে খাবারের আইটেম সামান্য হতে পারে ঠিকই। কিন্তু এটুকু খাবার আপনার সামনে পর্যন্ত আসতে কী সুবিশাল এক কর্মযজ্ঞ হয়েছে। এবং সেটা আপনার চোখের আড়ালেই!

আপনি হয়তো বলবেন, কই না তো! ভাত রান্না করা আর আলুভর্তা বানানো কি এত আহামরি কোনো কাজ? এগুলো আধা ঘণ্টার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে গেছে। না, ব্যাপারটা ঠিক অতটা সরল নয়। আপনার সামনে যে ভাতটা আল্লাহ তাআলা হাজির করেছেন, সেটার চাল কোন জমিতে ফলেছিল, বলতে পারবেন? বলতে পারার কথা না। আসলে এটা বলা সম্ভবও নয়।

ওটা থাক, চালটা যে ধান থেকে হয়েছে, সেটা কে বা কারা মাড়াই করেছে? ওই জমিতে যে সার আর কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছিল, সেগুলো কোথা থেকে



ফিলিস্তিনের জন্য কিছু করি

আমাদের সাথে ইহুদিদের যুদ্ধ হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা শুধুই ফিলিস্তিনীদের যুদ্ধ না। এটা আমাদেরও যুদ্ধ। আমাদের প্রথম কিবলা ও অসংখ্য নবি-রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত ফিলিস্তিন বহু বছর ধরেই আক্রান্ত। পবিত্র ভূমিতে অবস্থিত মসজিদে আকসাও দীর্ঘদিন ধরে আল্লাহর দুশমন ইহুদিদের কবজায়। কিন্তু এই পবিত্র ভূমিকে রক্ষার দায়িত্ব ছিল সকল মুসলিমের। আল্লাহর অসীম দয়ায় এই মহান কাজের সুযোগ পেয়েছেন আমাদের ফিলিস্তিনের ভাই-বোনেরা।

বহু বছর ধরেই রক্ত ঝরছে আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে। ঝরছে এখনো। ইহুদিবাদী ইসরাইল ছোট ছোট ফুলের মতো নিষ্পাপ শিশু, সম্মানিতা বোন, প্রিয়তম ভাই, নবীন-প্রবীণ আলিম, বাবা-মা কাউকেই শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। এখন নিরস্ত্র-অসহায় মানুষদের ওপর তারা চালাচ্ছে স্মরণকালের ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। নারকীয় তাণ্ডবে এখন পর্যন্ত হাজার হাজার মুসলিমকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে—যার বেশিরভাগই অসহায় নারী ও শিশু। নিঃসন্দেহে এটা ইতিহাসের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও পরিকল্পিত গণহত্যা।

ফিলিস্তিনি ভাই-বোনদের আজ বড়ই করুণ অবস্থা। তাদের কাছে খাবার নেই, বিশুদ্ধ পানি নেই, পর্যাপ্ত ওষুধপত্রও নেই। হামলা করা হচ্ছে শরণার্থী শিবিরগুলোতেও। এত ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখে গোটা মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে এগিয়ে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু ঠুনকো জাতীয়তাবাদের কাঁটাতার কীভাবে যেন আটকে রেখেছে আমাদের। এ কারণে অনেকের চিন্তা-ভাবনাতেও ঘুণ ধরেছে। অনেকেই ভেবে বসে আছেন, এত দূরের দেশে থেকে আফসোস করা ছাড়া আমাদের কীই-বা করার আছে। বরং বাস্তবতা হলো মুক্ত বাজার অর্থনীতি আর প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে এসব কথা অযৌক্তিক।



উপকারহীন ১০টি কাজ

যদি জিঞ্জেস করি, ফায়দা নেই বা উপকার নেই এমন কাজ কি কেউ করে? উত্তরে যে কেউ-ই বলবেন, না এমন কাজ তো কেউ করে না। কিন্তু উত্তরটা ভুল। আসলে আমরা অনেকেই এরকম উপকারহীন কাজ করি, যা দিনশেষে আমাদের কোনো কাজে লাগে না। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন, সেগুলো কোন কোন কাজ!

আপনার এই ভাবনার উত্তর অনেক আগেই দিয়ে গেছেন ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمته। তিনি আমাদের জীবনে-করা-এমন দশটি কাজকে চিহ্নিত করে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। এসব কাজ আমরা জীবনভর করি ঠিকই, কিন্তু এগুলো থেকে কোনো উপকার পাই না। তো চলুন এক এক করে জেনে নিই, কোন কাজ সেগুলো। আর দেখি আমার জীবনের সাথে কোনগুলো মিলে যায়।



সেই জ্ঞান—যা কাজে পরিণত হয় না।

এটা আমাদের এখনকার জীবনের অনেক বড় একটা সমস্যা। সারাদিনই আমরা নানান কিছু নিয়ে স্যোশাল মিডিয়ায় নানাভাবে ব্যস্ত থাকি, এটা-ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি। স্যোশাল মিডিয়া বা ফেসবুকে অনবরত স্ক্রলিং আর ইউটিউবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হরেক রকম ভিডিও। এসব দেখে দেখে আমরা ভাবি, অনেক কিছুই জেনে ফেলাছি। আসলে কি তা-ই? যা জানছি, তার কতটুকু উপকারী? কতটুকু আপনার জন্য প্রয়োজনীয়? আদৌ সেসব আপনার জানার দরকার ছিল? এসব প্রশ্ন কখনো করেছেন নিজেকে?



মনে মনে শয়তানি



সারা বিশ্বের পরিস্থিতিই এখন খুব নাজুক। মুসলিমদের বিরুদ্ধে চলছে নানামুখী ষড়যন্ত্র। করা হচ্ছে নানান কূটচাল। অল্প কিছু সচেতন মুসলিমই কেবল এসব শয়তানি এজেন্ডাকে বুঝতে পারছেন। বাদবাকি সাধারণ মুসলিমরা পড়ে যাচ্ছেন নানান ইজম বা মতবাদের ফাঁদে।

এমনই এক ভয়ংকর মতবাদ হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ। ইউরোপ-অ্যামেরিকা পেরিয়ে শতাব্দীর ঘৃণ্য এ মতবাদ এখন আপনার-আমার ঘরের দরজায়। হ্যাঁ, ‘ঘরের দরজায়’ বললাম এ কারণেই যে—এই মতবাদ এখনো পুরোপুরি আমাদের ঘরে ঢুকতে পারেনি। তবে ঢোকানোর জন্য বেশ জোরেশোরেই একে পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়া হচ্ছে।

ইতোমধ্যেই আপনার-আমার সন্তানদের মন-মস্তিষ্ককে নষ্ট করে দিতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে এই প্রজেক্টে। উদ্দেশ্য—পশ্চিমা ভাগাড়ের এসব ময়লা যেন মুসলিম দেশগুলোতেও ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এ অসভ্যতাকে তারা ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে দেশে দেশে, পুরো বিশ্বে। আর এই নোংরামিকে প্রচার করা হচ্ছে ‘ব্যক্তি-অধিকার’, ‘ব্যক্তি-স্বাধীনতা’, ‘প্রগতি’র নাম দিয়ে। তাই সরলমনা মুসলিমদের অনেকেই গালভরা বুলির আড়ালে লুকিয়ে-থাকা-শয়তানি চেহারাটা ধরতে বেশ হিমশিম খান। অজ্ঞতা আর মূর্খতাবশত অনেকে আবার সমর্থনও জানান। বর্তমানে বাংলাদেশের মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশেও শুরু হয়েছে এই নীলনকশা বাস্তবায়নের বিশাল কর্মযজ্ঞ।



মুমিনের মূল্য



এই দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলা তৈরি করেছেন অসংখ্য-অগণিত প্রাণী ও জীবা। আর এসব প্রাণী ও জীবকে জীবনধারণের জন্য দিয়েছেন অসাধারণ সব কৌশল। এর পাশাপাশি আবার দিয়ে রেখেছেন বাস্তবসংস্থানের খেলা। এটাই আল্লাহর সৃষ্টি-কুশলতা। আল্লাহর কুদরত।

এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন উটের দিকে তাকাতে, এর সৃষ্টিকৌশল দেখতো।^[১] যেন আমি-আপনি বুঝতে পারি আল্লাহর অপার মহিমা। তবে ঘরের কাছেও উদাহরণের কিন্তু অভাব নেই। আপনি সাধারণ একটি গাছের দিকেই তাকান। সেটা ইউক্যালিপটাস হতে পারে। অথবা হতে পারে তাল, সুপারি কিংবা নারিকেল গাছ। এসব গাছের দিকে একটু খেয়াল করলেই আল্লাহর মহিমা স্মরণ করে তো আপনার-আমার ঈমান বেড়ে যাওয়ার কথা। এই গাছের দিকে তাকিয়ে মহান রবের উদ্দেশে আমার-আপনার সাজদায় পড়ে যাবার কথা।

ধরুন, আপনি একটা তিনতলা বাড়িতে থাকেন। তো সেই বাড়ির ছাদের ট্যাংকিতে যে পানিটা ওঠে, সেটা ওঠে কী দিয়ে? ওই পানি ওঠানো হয় একটা মেশিন দিয়ে। খেয়াল করলেই দেখবেন, ওই মেশিনটা প্রথম প্রথম নিঃশব্দে পানি তুললেও এক-দেড় বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে বিকট শব্দ করে। ওটা থেকে এতই শব্দ হয় যে, বাড়ির সবাই মেশিনটা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় থাকে। মেশিনটা বন্ধ হলেই যেন শান্তি। তবে পানি কিন্তু সবারই লাগবে। তিনতলায় পানি না উঠলে নিচতলার লোকটাও পানি পাবে না। অথচ মেশিনটা কখন বন্ধ হবে, এমন চিন্তাই করতে থাকে সবাই।

[১] দেখুন—সূরা গাশিয়া, ৮৮ : ১৭।



পরিবারকে বানাই শান্তির নীড়



আমরা যে সমাজেই বাস করি না কেন, পরিবার হলো আমাদের জীবনে নিউক্লিয়াসের মতো। আরও সহজভাবে বললে পরিবারই আমাদের জীবনের মূল কেন্দ্র, আসল চালিকাশক্তি।

আরেকটু ভেঙেই বলি।

ধরুন, পরিবারের খরচ জোগান দেওয়ার জন্য দিনের পুরোটা অংশই আপনি বাইরে থাকেন। হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। দিনশেষে বাসায় ফিরে যদি আপনি পরিবারের ভেতর অশান্তি দেখেন, ভালো লাগবে আপনার? ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরে যদি পরিবারের ঝুট-ঝামেলাই সামাল দেওয়া লাগে, আপনার কী রাতে ঘুম ঠিকমতো হবে? না, হবে না। রাতে আপনি আধাখেচড়া ঘুম ঘুমাবেন। পরদিন একরাশ বিরক্তি আর মেঘাচ্ছন্ন মন নিয়ে কর্মক্ষেত্রে যাবেন। এভাবে হয়তো চলতে থাকবে।

বিপরীত চিত্র কল্পনা করুন। ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বাসায় ফিরে যদি পরিবারের সবাইকে হাসি-খুশি দেখেন, কী ভালোই না লাগবে তখন আপনার। বরং এমনও হতে পারে—আপনার সারাদিনের ক্লান্তি, বিরক্তি সবই উধাও হয়ে গেছে। শ্রান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দেওয়ার বদলে খোশ-আলাপে মেতে উঠেছেন পরিবারের সাথে। চা খাচ্ছেন, গল্প করছেন। আপনার মন আনন্দে দুলাচ্ছে। সারাদিনের পেরেশানির কথা ভুলেই গেছেন। এরপর একসময় সুখী সুখী মন নিয়ে ঘুমোতে গেছেন। পরদিন সকালে পরিচ্ছন্ন আর ঝরঝরে একটা মন নিয়ে কর্মক্ষেত্রে গেলেন।